চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ২৭.০৩.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জাতির বীর সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন মেয়র ডা. শাহাদাত

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে বুধবার (২৬ মার্চ) সূর্যোদয়ের পর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে জাতির বীর সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সিটি মেয়র বলেন, মহান স্বাধীনতা দিবসে আমি ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের শহীদদের স্মরণ করি এবং মুক্তিযুদ্ধে যারা আত্মত্যাগ করেছেন তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানসহ মুক্তিযুদ্ধে দেশের পক্ষে নানাভাবে ভূমিকা সকল বীরকে শ্রদ্ধা জানাই। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষায় সিটি কর্পোরেশনের পরিকল্পনা তুলে ধরে মেয়র বলেন, মুক্তিযুদ্ধের বদ্ধভূমিগুলো নতুন প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করা জরুরি। আপনারা জানেন ১৯৭১

সালের ১০ নভেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পায়োনিয়ার ফোর্স চট্টগ্রামের পাহাড়তলি অঞ্চলে এক নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায়। পাঞ্জাবি লেইন, বিহারী লেইন, ওয়ারলেস কলোনিসহ বিভিন্ন স্থানে নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়ে ছিলো।"পরবর্তী প্রজন্মের জন্য মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণে পাহাড়তলীতে বধ্যভূমি স্মৃতিস্তম্ভ নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা আছে। বধ্যভূমির পিছনে যে জায়গাগুলো এখনো বেদখল আছে এবং বিভিন্ন মামলার কারণে বধ্যভূমির জায়গা সংরক্ষণ করা যাচ্ছেনা আমরা চেষ্টা করছি সেগুলোর সমাধান করে কীভাবে বধ্যভূমি সম্প্রসারণ করা যায় সে বিষয়ে আমরা কাজ করব। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যারা এখনো বেঁচে আছেন, যারা মুক্তিযুদ্ধের গবেষণা করেন তাদেরকে নিয়ে আমরা কমিটি করে বধ্যভূমি সংরক্ষণ করার আমরা চিন্তাভাবনা করছি এবং বধ্যভূমিতে প্রাণ হারানো শহীদদের নামের নামফলক স্থাপনের পরিকল্পনা আছে আমাদের।

স্বাধীনতা দিবসে বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে মেয়র বলেন, আমরা একটি বৈষম্যহীন, দুর্নীতিমুক্ত, সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি দীর্ঘদিন ধরে এবং সেই স্বপ্নটি আমরা বাস্তবায়ন করতে চাই সবাইকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে। এখানে উল্লেখ্য যে ২০২৪ আর ৭১ কে নিয়ে কোন ধরনের বিভেদ কিংবা কোন ধরনের বিতর্কে যাওয়া কখনো উচিত হবে না। ৭১ এবং ২৪ ইতিহাসে নিজ নিজ জায়গায় থাকবে। কোন একটিকে দিয়ে আরেকটি ঢেকে দেওয়ার চিন্তাভাবনা আমাদের করা উচিত নয় বলে আমি মনে করি। কারণ ৭১ এ একটি দেশ সৃষ্টি হয়েছে। দেশের জন্য মানুষ যুদ্ধ করেছে এবং এমন একটা নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি। আর ২০২৪ এ একটি দল যারা ১৬ বছর ধরে ফেসিস্ট কায়দায় মানুষের মৌলিক অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকারকে শেষ করে দিয়েছে সেটা রোধ করেছে ছাত্র-জনতা রক্তদানের মধ্য দিয়ে। আজকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হয়েছে এবং আমরা আশা করছি অনতিবিলম্বে এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার একটি বৈধ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি বৈধ সংসদ দিয়ে মানুষের মৌলিক অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার বাস্তবায়ন করবে।

এসময় মেয়রের সাথে শ্রদ্ধা জানান চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলামসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। এরপর মেয়র টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ফুলেল শ্রদ্ধা জানানোর পর দোয়া ও আলোচনা সভায় অংশ নেন।

চট্টগ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে বিটিআই লার্ভিসাইড প্রয়োগ উদ্বোধন করলেন মেয়র শাহাদাত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (চসিক) মশা নিয়ন্ত্রণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসেবে নগরীর ১৭ নম্বর (বাকলিয়া) ওয়ার্ডের সৈয়দ শাহ রোডের সামনের খালে পরীক্ষামূলকভাবে বিটিআই (**Bacillus thuringiensis israelensis**) লার্ভিসাইড প্রয়োগ করা হয়েছে। বুধবার (২৬ মার্চ) দুপুরে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, ম্যালেরিয়া ও মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা শরফুল ইসলাম মাহি, উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা প্রণব শর্মা, কামরুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।এসময় মেয়র বলেন, "মশা নিয়ন্ত্রণে আমরা বিভিন্ন ধরনের কীটনাশকের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করছি।

বিটিআই লার্ভিসাইড একটি পরীক্ষিত পদ্ধতি, যা যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত দেশগুলোতে মশার লার্ভা ধ্বংসের জন্য ব্যবহার করা হয়। ঢাকায় এই প্রযুক্তি প্রয়োগের পর এবার আমরা চট্টগ্রামে এটি পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করছি।"মেয়র শাহাদাত হোসেন বলেন, "এই কীটনাশকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এটি শুধুমাত্র মশার লার্ভা ধ্বংস করে, কিন্তু অন্যান্য জলজ প্রাণী যেমন ব্যাঙের ব্যাঙাচি, মাছ বা অন্যান্য জীবের কোনো ক্ষতি করে না। ফলে এটি পরিবেশবান্ধব।"তিনি আরও বলেন, "বিটিআই মূলত মশার লার্ভার অন্ত্রে বিষক্রিয়া ঘটিয়ে তাদের ধ্বংস করে। তাই এটি বেশ কার্যকর একটি পদ্ধতি। যেহেতু এটি জৈবিক উপায়ে কাজ করে, তাই রাসায়নিক কীটনাশকের তুলনায় এটি অনেক বেশি নিরাপদ ও দীর্ঘস্থায়ী সমাধান দিতে পারে।"

মশার উপদ্রব কমাতে চসিক বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক প্রয়োগের পাশাপাশি নতুন ও কার্যকর পদ্ধতির সন্ধান করছে জানিয়ে মেয়র শাহাদাত হোসেন বলেন, "আমি যখন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করি, তখন থেকেই মশা নিয়ন্ত্রণকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। শুরুতে আমরা কিছু দেশীয় কীটনাশক ব্যবহার করেছিলাম, যা আংশিক কার্যকর ছিল। কিন্তু মশার ওষুধের প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হওয়ায় আমাদের বারবার নতুন কৌশল নিতে হচ্ছে। বিটিআই হচ্ছে এমন একটি প্রযুক্তি, যা পরীক্ষিত এবং নিরাপদ।"

তিনি আরও বলেন, "আমরা দিনে দু'বার মশার ওষুধ ছিটানোর নির্দেশনা দিয়েছিড়একবার সকালে এবং একবার বিকালে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, মাঠপর্যায়ের কর্মীরা ঠিকমতো কাজ করছে না। তাই আমি নগরবাসীকে আহ্বান জানাবো, যদি কোথাও মশার ওষুধ ছিটানো না হয়, তাহলে আমাদের জানান। আমরা সংশ্লিষ্ট কর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবো।"

মশা নিয়ন্ত্রণ শুধু সিটি কর্পোরেশনের একার দায়িত্ব নয়, নগরবাসীকেও সচেতন হতে হবে বলে মন্তব্য করেন মেয়র। তিনি বলেন, "মশা সাধারণত নালা, খাল ও যেখানে পানি জমে থাকে সেখানে বংশবৃদ্ধি করে। আমরা চট্টগ্রামের নালা ও খাল পরিষ্কারের কাজ শুরু করেছি, ফলে মশাগুলো এখন বাসাবাড়ির আশপাশে চলে যাচ্ছে। তাই বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার রাখা, ফুলের টব, টায়ার, কনস্ট্রাকশনের অব্যবহৃত সামগ্রীতে পানি জমতে না দেওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ।"তিনি আরও বলেন, "সকল নাগরিকের দায়িত্ব হল নিজ নিজ বাড়ির আঙিনাসহ আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখা। বিশেষ করে যেসব এলাকায় ডেঙ্গুর প্রকোপ বেশি, সেখানে নিয়মিত পানি জমা হচ্ছে কি না তা নজরদারি করতে হবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা মশা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো।"পরীক্ষামূলকভাবে বিটিআই লার্ভিসাইড প্রয়োগের কার্যকারিতা মূল্যায়নের পর এটি নগরজুড়ে প্রয়োগ করা হবে বলে জানিয়েছেন মেয়র। তিনি বলেন, "প্রাথমিকভাবে আমরা দেখবো, এটি মশার লার্ভা ধ্বংসে কতটা কার্যকর হচ্ছে। যদি ফলাফল সন্তোষজনক হয়, তাহলে পুরো নগরীতে এর ব্যবহার বাড়ানো হবে।"চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আশা করছে, এই নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে নগরীতে মশার প্রকোপ কমবে এবং ডেঙ্গু-চিকুনগুনিয়ার মতো রোগের ঝুঁকি হ্রাস পাবে। নগরবাসীর প্রত্যাশা, পরীক্ষামূলক এই উদ্যোগ সফল হলে চট্টগ্রামকে মশামুক্ত নগরী হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

অসহায়দের মাঝে ঈদ বস্ত্র বিতরণ করলেন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশনায় মরহুম আবু বক্কর ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দুঃস্থ ও অসহায়দের মাঝে ঈদ বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। চট্টগ্রামের ১৫ নম্বর বাগমনিরাম ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু ফয়েজের সভাপতিত্বে এবং মো. ইদ্রিসের সঞ্চালনায় আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসেম বক্কর, চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ইয়াসিন চৌধুরী লিটন, মঞ্জুরুল আলম মঞ্জু, সাবেক কাউন্সিলর আবুল হাশেম, সাবেক মহিলা কাউন্সিলর মনোয়ারা বেগম মনি, কামরুল ইসলাম, জিয়াউর রহমান জিয়া, শাহ আলম, শাকিল আহমেদ, শফিকুর রহমান শফি, রফিকুল ইসলাম সরদার, রাসেল পারভেজ সুজন, আবদুল সাত্তর, নাছির উদ্দিন, ইলিয়াস, রিপন, আবুল হোসেনসহ ওয়ার্ড বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল ও মহিলা দলের নেতৃবৃন্দ।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, "স্বাধীনতার মহান ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান শুধুমাত্র স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েই থেমে থাকেননি, বরং মুক্তিযুদ্ধের সূচনা থেকে শুরু করে সম্মুখ সমরে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করেছেন।"তিনি আরও বলেন, "গত ১৬ বছর ধরে আওয়ামী লীগ সরকার ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে খলনায়ক বানানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস রচনা করবে ইতিহাসবিদরা, রাজনীতিবিদরা নয়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল নতুন একটি স্বাধীন দেশ গঠনের জন্য, আর ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন ঘটিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য। তাই ইতিহাসের এই পার্থক্য আমাদের মনে রাখতে হবে।"মেয়র শাহাদাত হোসেন বলেন, "বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং সামাজিক ন্যায়বিচারে বিশ্বাসী। আমরা চাই, দেশের প্রতিটি মানুষ তার ভোটের অধিকার ফিরে পাক এবং সাম্যের ভিত্তিতে একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ে উঠুক।"

তিনি সমাজের বিত্তবানদের আহ্বান জানিয়ে বলেন, "চট্টগ্রাম একটি বাণিজ্যিক নগরী। এখানে অনেক ধনী ব্যক্তি আছেন। আপনাদের উচিত দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো।"

আমিরবাগ রিক্রিয়েশন ক্লাবের স্বাধীনতা কাপ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট সম্পন্ন।

আমিরবাগ রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে স্বাধীনতা কাপ ২০২৫ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট এর ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী গতকাল সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব ডাক্তার শাহাদাত হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমিরবাগ কল্যাণ সমিতির প্রেসিডেন্ট জনাব লোকমান হোসেন তালুকদার, স্পন্সর প্রতিষ্ঠানের জনাব মেহরাব

মাসুক ও মশিউল আলম স্বপন। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও আমিরবাগ রিক্রিয়েশন ক্লাবের উপদেষ্টা জনাব শহিদুল ইসলাম চৌধুরী। টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম। সাবেক সভাপতি ফয়সাল মনির চৌধুরী ক্লাব সদস্য হাবিবুল্লাহ নাহিদ,আবু তৈয়ব। ইফতেখার ও অনেকে। টুর্নামেন্টে টিটু দেলোয়ার জুটি চ্যাম্পিয়ন এবং রফিক মোর্শেদ চুক্তি রানার্সআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্য বলেন নৈতিক চরিত্র গঠনে খেলাধুলার কোন বিকল্প নাই তাই তিনি ভবিষ্যতে চট্টগ্রামে যাতে খেলাধুলার মন বাড়ে সে দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করে যাবেন।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮